দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

102

ছাত্রদলের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ ॥ চট্টগ্রাম পলিটেকনিক বন্ধ ঘোষণা

চট্টগ্রাম অফিস ॥ ছাত্রাবাসের সিট দখলকে কেন্দ্র করিয়া গত মঙ্গলবার চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের ২ গ্রুপের মধ্যে রাতভর ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলী বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কেহ হতাহতের খবর পাওয়া যায় নাই। সংঘর্ষের ব্যাপকতা স্তিমিত হইয়া আসিলে গতকাল বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ একদল পুলিশ ছাত্রাবাসে অভিযান চালাইয়া অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার (১৭পৃঃ দ্রঃ)

বন্ধ ঘোষণা

(১ম পৃঃ পর)

করে। ইনষ্টিটিউট অধ্যক্ষ জানান, পরিস্থিতির আরো অবনতির আশংকায় ৭ দিনের জন্য ইনষ্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা এবং অবিলম্বে ছাত্রাবাস খালি করিয়া দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হইয়াছে। বিকাল নাগাদ ছাত্রাবাস খালি করা হয়।

জানা যায়, ইনষ্টিটিউট ছাত্রাবাসের ৫টি সীট বরাদ্দকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রদলের ২ গ্রুপ গত ২/৩ দিন ধরিয়া কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী, পাল্টা দাবী উত্থাপন করিয়া আসিতেছিল। কর্তৃপক্ষ বুধবার রাতের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা সমাধানে পৌঁছার আশ্বাস দেন। কিন্তু মঙ্গলবার রাত ১০টার পর ২ গ্রুপের অস্ত্র ধারীরা ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয় এবং উভয় গ্রুপই ব্যাপকভাবে বোমাবাজি ও ফাঁকা গুলীবর্ষণ করিতে শুরু করে। সীটের দখল লইতে পরস্পরকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারীরা রাত হইতে সকাল পর্যন্ত বোমা ও গুলীবিনিময় করে। পরে পুলিশ ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসে অভিযান চালাইয়া ১২টি ককটেল, ১৫টি ধামা (বড় আকৃতির দা), বঁটি ও ছুরি এবং বেশ কিছু কার্তুজ উদ্ধার করে। ক্যাম্পাসে পুলিশ প্রহরা জোরদার করা হইয়াছে।

ইনষ্টিটিউট ছাত্র সংসদের জিএস আরিফুজ্জামান চৌধুরী এবং ইনষ্টিটিউট ছাত্র দলের জিএস আশরাফুল ইসলাম পৃথক ২টি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঘটনার জন্য সন্ত্রাসী চাঁদাবাজদের দায়ী করিয়া অবিলম্বে তাহাদের গ্রেফতারের দাবী জানাইয়াছেন। উভয় বিজ্ঞপ্তিতেই অবিলম্বে ইনষ্টিটিউট ও ছাত্রাবাস খুলিয়া দিবার আহ্বান জানানো হয়।